শরৎচন্দ্রের

দত্তা

চিত্রলিপি ফিল্মসের নিবেদন

শরৎচন্দ্রের দত্তা

"মোর বীণা" ও "আনন্দলোকে" : **রবীন্দ্রনাথ** (বিশ্বভারতীর সৌজন্যে)

প্রযোজনা : **বিমল দে**
সংগীত : **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়**
গীতরচনা : **প্রণব রায়**

পরিচালনা : **অজয় কর**
চিত্রনাট্য : **সলিল সেন**
চিত্রগ্রহণ : **বিশু চক্রবর্তী**

সম্পাদনা : **দুলাল দত্ত**
প্রধান সহ: পরিচালক : **বিষ্ণু বর্ধন**
সংগীতগ্রহণ ও শব্দ পুণর্যোজন : জ্যোতি চ্যাটার্জী
রূপসজ্জা : ভীম নস্কর
প্রধান কর্মসচীব : ক্ষিতীশ আচার্য

শব্দগ্রহণ : অতুল চ্যাটার্জী, ইন্দু অধিকারী, অমূল্য দাস (বহির্দৃশ্য)
শিল্পনির্দেশনা : গৌর পোদ্দার
শ্রীমতীসেনের রূপসজ্জা : হাসান জামান
ব্যবস্থাপনা : সুদীপ মজুমদার

: নেপথ্যকণ্ঠ :

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, অরুন্ধতী হোম চৌধুরী

আবহসংগীত : **সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা**

: সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনা : হৃদয়েশ পাণ্ডে, জহর বিশ্বাস। চিত্রগ্রহণ : অরুণ গুপ্ত, গিরিশ পাধিয়ার। সংগীত : ভি, বালসারা, সমরেশ রায়। সম্পাদনা : কাশীনাথ বসু। শিল্পনির্দেশ : সোমনাথ চক্রবর্তী। শব্দযন্ত্রে : রথীন ঘোষ, বীরেন নস্কর। সাজসজ্জা : কেদার শর্মা। রূপসজ্জা : অজিত দাশ, কার্তিক দাশ। চিত্রপরিস্ফুটন : অবনী রায়, রবীন ব্যানার্জী, ফণী সরকার, দুলাল সাহা, দিলীপ রায়। আলোক-সম্পাত : শম্ভু, হরিপদ, নিতাই। ব্যবস্থাপনা : বিজয় দাস। স্থিরচিত্র : পিক্স্ ষ্টুডি। পটশিল্প : নব-বলরাম। পরিচয়লিপি : সুধাময় দাশগুপ্ত। প্রচার অঙ্কন : শৈলেন-সমরেশ (এস, স্কোয়ার)।

: কৃতজ্ঞতাস্বীকার :

শ্রীদেবপ্রসাদ গর্গ (মহিষাদল), তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জেনেটিকস গবেষণা কেন্দ্র—প্রাণী বিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

কাহিনী

বিজয়া গ্রামে আসছে ; বনমালীর বিরাট জমিদারীর একমাত্র উত্তরাধিকারী। শহরেই মানুষ, তাই তার সম্পর্কে গ্রামের সর্বত্রই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। ম্যানেজার রাসবিহারীর শাসনে প্রজারা মোটেই সুখী নয়। জমিদার কন্যার মনোভাব সম্পর্কে সবাই শঙ্কিত। রাসবিহারী বিজয়ার পিতৃবন্ধু। তার পুত্র বিলাসবিহারী। বনমালীর মৃত্যুর পর বিলাসের আগ্রহেই বিজয়াকে গ্রামে আসতে হয়।

বিষয় সম্পত্তি বিষয়ক আলোচনার সময় সেদিন বিজয়া ও বিলাসের মাঝে অপ্রত্যাশিতভাবেই হাজির হয় এক সুদর্শন যুবক। ভূমিকা না করেই বিজয়াকে বলে, পাশের বাড়ীর পূর্ণ গাঙ্গুলী তার মামা। জমিদার কন্যার আদেশে তাঁদের পিতৃ-পিতামহের বাৎসরিক দুর্গাপূজা এবৎসর বন্ধ হতে চলেছে। অথচ এই একটি পূজাকে কেন্দ্র করে দরিদ্র গ্রামবাসীরা কয়েকটা দিন উৎসব আনন্দে মেতে থাকে। জমিদারকন্যা ব্রাহ্ম, ম্যানেজারও তাই। সেজন্য প্রজাদের ধর্মমতে বাঁধা দেওয়া কি ঠিক? বিলাস উত্তেজিত ভাবে বলে ওঠে,—পূজার হট্টগোলে জমিদারকন্যার শান্তি ব্যাহত হবে বলেই তার বাবা সেই আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু বিজয়া শান্তভাবে জবাব দেয়,—পূজা বন্ধ করার প্রয়োজন নেই। প্রতি বছরের মত এবারও পূজা অনুষ্ঠিত হোক।

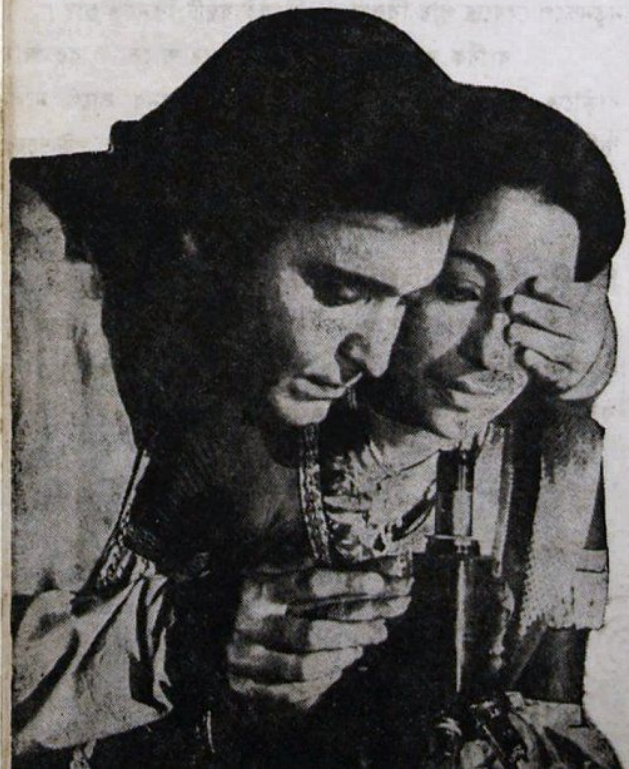

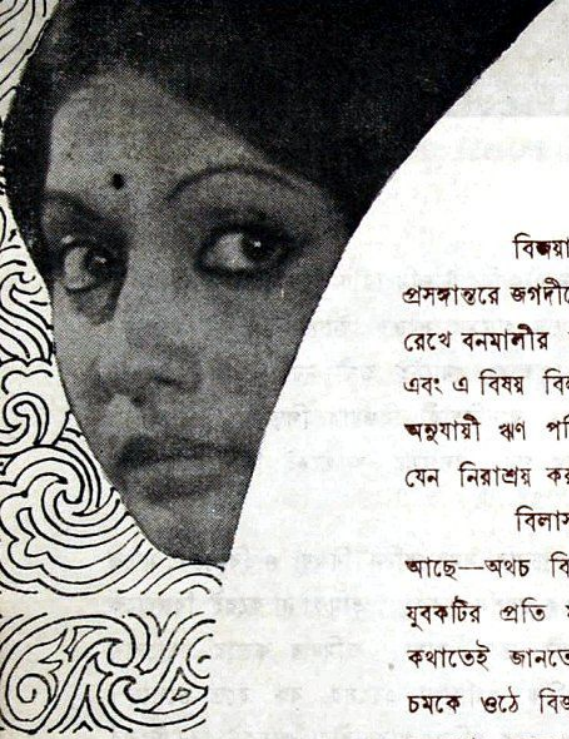

বিজয়ার এই সিদ্ধান্ত বিলাস ও রাসবিহারীর কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। অন্তরে অপমানিত হলেও রাসবিহারী সুকৌশলে প্রসঙ্গান্তরে জগদীশের বাড়ী দখলের বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। জগদীশ ছিলো বনমালী ও রাসবিহারীর বাল্যবন্ধু। নিজের বাড়ী বন্ধক রেখে বনমালীর কাছ থেকে প্রচুর টাকা ধার নিয়েছিলো। রাসবিহারী চায়,—সেই বাড়ী দখল করে ব্রাহ্ম উপাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে এবং এ বিষয় বিলাসও অগ্রণী। তার মতে মদ্যপ জগদীশের ছন্নছাড়া ছেলে নরেনের পক্ষে পিতৃঋণ শোধ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া সর্ত অনুযায়ী ঋণ পরিশোধের সময়ও পার হয়ে গেছে। বিজয়া দিশেহারা। মনে পরে পিতার শেষ কথা—জগদীশের ছেলেটি অসৎ। তাকে যেন নিরাশ্রয় করা না হয়।

বিলাস কিন্তু তৎপর হয়ে বাড়ী দখল করে। প্রতিষ্ঠা হয় ব্রাহ্মমন্দির। আচার্যরূপে নিযুক্ত হয় বৃদ্ধ দয়াল। নরেন গ্রামেই আছে—অথচ বিজয়া তাকে চেনেনা। সে ডাক্তার, গ্রামের লোকের কাছে অতি আপন। অলক্ষ্যে বিজয়ার অন্তর সেই অপরিচিত যুবকটির প্রতি মমতায় ভরে ওঠে। তার সম্পর্কে অনুসন্ধানও করে। অবশেষে একদিন বিলাসের কথাতেই জানতে পারে—দুর্গাপূজার অনুমতি নিতে সেদিন যে আগন্তুক এসেছিলো,—সেই নরেন। চমকে ওঠে বিজয়া। আরও দুদিন সে তাকে দেখেছে,—গ্রামের নদীতে মাছ ধরতে—দুজনের বহুকথাও হয়েছে।

সেদিন অকস্মাৎ বিজয়ার বাড়ীতেই নরেনকে দেখা যায়। চঞ্চল হয়ে ওঠে বিজয়া। নরেন নির্বিকারভাবেই বলে,—তার শেষ সম্বল "মাইক্রোসকোপটি" বিক্রী করে বর্মামুলুকে চলে যাবে। নরেনকে নতুনরূপে দেখতে পায় বিজয়া। নিজেই যন্ত্রটি কিনতে চায়।

বার্ষিক ব্রাহ্মউৎসবের দিন এগিয়ে আসে। বহু আমন্ত্রিত এসেছেন বাইরে থেকে। দয়ালের বাড়ীতে এসেছে তার ভাগ্নী নলিনী। নরেনের সাথে নলিনীর পরিচয় গড়ে ওঠে অসুস্থ দয়ালের চিকিৎসাকে কেন্দ্র করে। বিজয়া কিন্তু ভুল বোঝে। উভয়ের অন্তরঙ্গতা তার যেন সবকিছু সত্যকে ভেঙ্গে দিতে চায়।

এদিকে রাসদিহারী ধীরে ধীরে তার জাল বিস্তার করে। পুত্র বিলাসের সাথে বিজয়ার বিবাহ দিয়ে সম্পূর্ণ জমিদারীটা দখল করে নিতে হবে।

বিজয়া নিসঃঙ্গ। বিলাস তার কাছে অসহ্য অথচ নরেন? সেও যেন দূরে,—নলিনীর সাথে তার ঘনিষ্ঠতা। তীব্র বেদনা ও অভিমান জর্জরিতা বিজয়া অবশেষে রাসবিহারীর তৈরী করা বিলাস ও তার বিবাহের অঙ্গীকার পত্রে সাক্ষর দেয়।

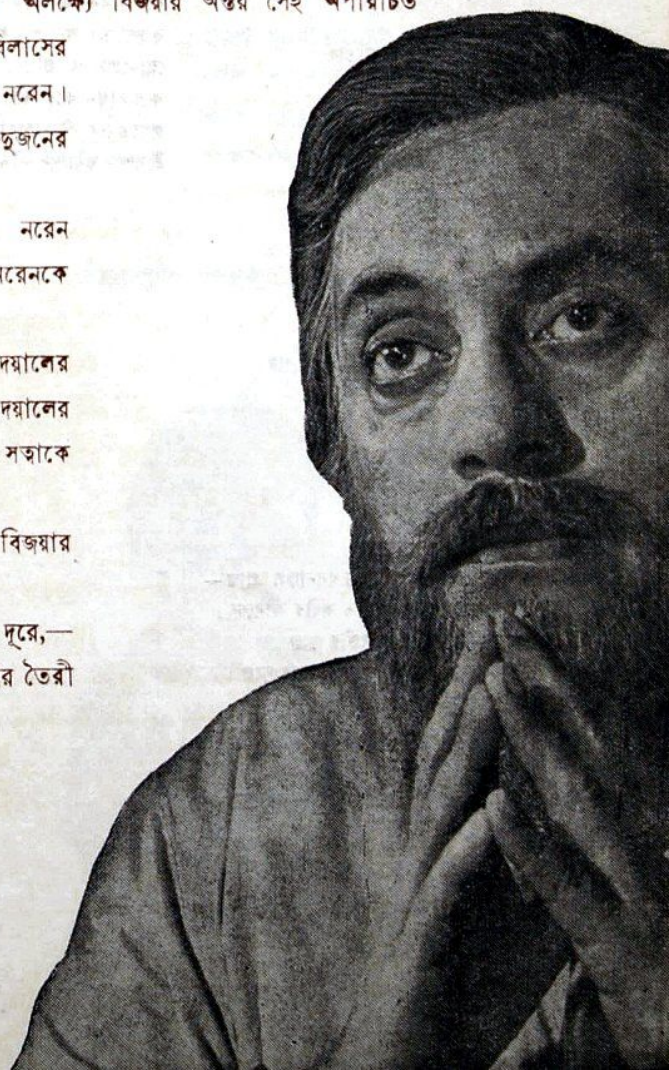

সংগীত

(১)

যারে যমুনাতে দেখলাম সই বলনা কে সেজন
ও তার নাম জানিনে, ধাম জানিনে
মন তব উচাটন
বলনা কে সেজন।

আহা মল্লিকা মালাটি গলে
অঙ্গে পীত ধরা
চিকনিয়া দেহ যেন
নীল কমলে গড়া—
আমি থমকে গেলাম দেখে যে তার
পটে আঁকা দু' নয়ন
বলনা কে সেজন॥

এই দুরন্ত বসন্ত কালে
কি যে আমার হোলো
যমুনারি ঢেউ যেন যৌবনে লাগিল—
আমি দিনে রাতে জ্বলে মরি
তারেই ভেবে অকারণ
বলনা কে সেজন।

—প্রণব রায়

(২)

মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি
কোন নব চঞ্চল ছন্দে
মম অন্তর কম্পিত আজি
নিখিলের হৃদয়-স্পন্দে॥
আসে কোন তরুণ অশান্ত, উড়ে বসনাঞ্চল প্রান্ত—
আলোকের নৃত্যে বনান্ত মুখরীত অধীর আনন্দে॥
অম্বর প্রাঙ্গন মাঝে, নিঃস্বর মঞ্জীর গুঞ্জে
অশ্রুত সেই তালে বাজে, করতালি পল্লব পুঞ্জে।
কার পদ-পরশণ-আশা,তৃণে তৃণে অর্পিল ভাষা
সমীরণ বন্ধন হারা—
উন্‌মন কোন্‌ বনগন্ধে॥

—রবীন্দ্রনাথ

(৩)

আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর॥
মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে।
বিশ্বজগত মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে॥
গ্রহতারকা চন্দ্রতপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে
করিছে পান, করিছে স্নান, অক্ষয় কিরণে॥
ধরনীপর ঝরে নিঝর, মোহন মধু শোভা—
কলপল্লব—গীতগন্ধ—সুন্দর বরণে॥
বহে জীবন রজনীদিন চিরনূতন ধারা,
করুণা তব অবিশ্রাম জনমে-মরণে॥
স্নেহ-প্রেম দয়া ভক্তি কোমল করে প্রাণ
কত সান্তন করো বর্ষণ সন্তাপ হরণে॥
জগতে তব কী মহোৎসব, বন্দন করে বিশ্ব
শ্রীসম্পদ ভূমাস্পদ—নির্ভয় শরণে।

—রবীন্দ্রনাথ

: রূপায়ণে :

বিজয়া : সুচিত্রা সেন। নরেন : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।
রাসবিহারী : উৎপল দত্ত। বিলাসবিহারী : সমিত ভঞ্জ।
দয়াল : শৈলেন মুখোপাধ্যায়।
নলিনী : সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়।

মা : জমিদার, দিলীপ বসু, মণি শ্রীমানি, খগেশ চক্রবর্তী, প্রণব রায়, কমল মজুমদার, শান্তি চ্যাটার্জী, অমরেশ দাস, ফকির দাস, সুশীল রায়, কালিপদ চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ মুখার্জী, পরিতোষ চৌধুরী, শক্তি মুখার্জী, সন্তু বসু, শচীন চক্রবর্তী, সুবল দত্ত, ক্ষিতীশ আচার্য, শঙ্কর দে, অরবিন্দ সিন্‌হা, আশীষ মজুমদার, বিজয় দাস, গীতা দে, সীতা মুখার্জী এবং আরও অনেকে।

প্রচার ও জনসংযোগ : **শৈলেশ মুখোপাধ্যায়**

ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি ও ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে গৃহীত। আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে চিত্র পরিস্ফুটিত ও ওয়েষ্ট্রেক্স্ শব্দযন্ত্রে সংগীতাংশ গৃহীত।

বিশ্ব-পরিবেশনা :
চিত্রলিপি ফিল্মস্।

• চিত্রলিপির চিত্রসম্ভার •

অজয় কর ও বিমল দে প্রযোজিত

শরৎচন্দ্রের

পরিণীতা

পরিচালনা : **অজয় কর।** সংগীত : **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।**

শ্রেঃ **সৌমিত্র * মৌসুমী * বিকাশ * শমিত * অনুভা**

● ● ● ●

রাষ্ট্রপতি পুরস্কার বিজয়ী

রবীন্দ্রনাথের

মাল্যদান

পরিচালনা : **অজয় কর।** সংগীত : **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।**

শ্রেঃ **সৌমিত্র * নন্দিনী * সাবিত্রী * শৈলেন * ভানু**

● ● ● ●

বিমল দে প্রযোজিত

যে যেখানে দাঁড়িয়ে

পরিচালনা : **অগ্রগামী।** সংগীত: **ওস্তাদ বাহাদুর খাঁন।**

শ্রেঃ **কাবেরী * দীপঙ্কর * বিশ্বনাথ * কেয়া * মহুয়া।**

সম্পাদনা : শৈলেশ মুখোপাধ্যায়। চিত্রলিপির প্রচার ও জন-সংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ কর্তৃক মুদ্রিত।